ত্রিপুরায় সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

স্যন্দন পত্রিকা

The largest circulated Daily of Tripura

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.syandannatrika.com ● ৪৩ বর্ষ ● ২৪৪ সংখ্যা ● আগরতলা ● বুধবার ● ৬ই চৈত্র, ১৪১৯

● 20th March 2013 ● ই-মেইল ঃ syandan@patrikaindia.com ● বিনিময় ঃ ২.৫০ টাকা ● পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আবিষ্কার নাকি কৌশলের সংযোগ ধন্ধে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপকগণ

স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'কেমিষ্ট্রি টুডে' শীর্ষক বিজ্ঞান বিষয়ের একটি ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের জনৈক সহ অধ্যাপক কর্তৃক একটি নতুন আবিষ্কার মূলক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত এই তত্ত্বটি সত্যিই "আবিষ্কার" নাকি "নতুন কৌশলের সংযোগসাধন" তা নিয়ে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ রীতিমতই তোলপাড়। উল্লেখ্য, ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান তথা সহ অধ্যাপক ডঃ অরিজিৎ দাস রসায়নের পাঠ্যসূচিতে একটি অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করেন বলে কেমিষ্ট্রি টুডে ও রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ। মূলতঃ আনবিক তত্ত্বচিত্র ছাড়া অনু, আয়ন এবং আণ্বিক মূলকের বন্ধনক্রম বের করার জন্য স্বল্প সময় ব্যয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক উপযোগী কৌশল আবিষ্কার করেন। তার আবিষ্কৃত রসায়নে সংকরায়ণ প্রক্রিয়া তত্ত্বটিতে কৌশল ব্যবহারের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা মাত্র তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই ফল লাভে সক্ষম হবে। পূর্বে এই তত্ত্বটির প্রয়োগ পত্র ফল বের করতে সময় ব্যয় হত প্রায় পাঁচ মিনিট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসূত্রে অভিযোগ, মূলতঃ এটি কোন নতুনভাবে আবিষ্কার নয়। এই তত্ত্বগত বিশ্লেষণটি বিদ্যালয় স্তরের একাদশও দ্বাদশশ্রেণির পাঠ্য বিষয়ের আলোচ্যসূচিতে পূর্বেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রসায়ন বিভাগ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কিনা তা ডঃ অরিজিৎ দাসের কাছে জানার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ডঃ আর কে নাথ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিষয়ক অধ্যাপক জি এন মুখার্জি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মহম্মদ আলি, ব্যাঙ্গালুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এর অধ্যাপক পার্থ সারথি মুখার্জি, হায়দ্রাবাদস্থিত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভি. জগন্নাথ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলাশিস নন্দী, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক সমর কুমার দাস, গুয়াহাটিস্থিত আই টি আই এর রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবু চিমান, আই আই এস ই আর রসায়ন বিভাগের অধিকর্তা তথা আই আই টি কানপুরের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ আর এন মুখার্জি, মেঘালয়স্থিত নর্থ-ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটি-এর রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আর এ পাল এবং খড়্গপুরস্থিত রসায়ন বিভাগের জগদীশচন্দ্র বসু জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক পিকে চাটার্জি কর্তৃক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রশংসাসূচক বিবৃতি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, আজ দুপুরে রসায়ন বিভাগের প্রধান ডঃ আর কে নাথকে ঘেরাও করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপকেরা। ডঃ দাসের তথাকথিত আবিষ্কারকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে জানতে চান। তিনি আবিষ্কারটিকে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতদান বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।